

জেলা: মাদারীপুর

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৪২৩১/২০১৮

পক্ষগণঃ

মোঃ খোকন মিয়া

.....প্রিয়েমটি-রেসপনডেন্ট-দরখাস্তকারী

-বনাম-

কালাম বেপারী গং

.....প্রিয়েমটর-আপীলেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

কেউই উপস্থিত হয়নি

.....দরখাস্তকারীর পক্ষে

জনাব মোঃ গোলাম আহমেদ

..... প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ০৮.১১.২০২৩

রায় প্রদানের তারিখ: ২৭.০২.২০২৪

প্রিয়েমটি-রেসপনডেন্ট-দরখাস্তকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে

দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা

নিম্নরূপ:

“Let the records of this case be called for and a Rule be issued calling upon the opposite party No. 1 to show cause as to why the judgment and order dated 23.10.2018 passed by the learned District Judge, Madaripur in Miscellaneous Appeal No. 08 of 2017 allowing the appeal and thereby reversing the judgment and order dated 21.03.2017 passed by the learned Senior Assistant Judge, Shibchar, Madaripur in Miscellaneous Case No. 10 of 2011 disallowing the pre-emption case should not be set

aside and/ or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.”

প্রিয়েমটর-আপীলেন্ট-প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নালিশী ৯২ নং কুতুবপুর মৌজার আর.এস ৩৯৯/১ খতিয়ানের ১.৮১ একর ভূমিতে রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন মোহর আলী বেপারী গং এস.এ. ৪৪২ খতিয়ানে নালিশী ভূমি শুদ্ধমতে রেকর্ড হয়। রেকর্ডীয় মালিক মদন বেপারী অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তৎত্যাগ্য বিত্তে ৩ ভ্রাতা মোহর আলী, মকবুল মুন্সী ও ছত্তর আলী বেপারী ওয়ারিশ থাকে। ছত্তর আলী বেপারী মারা গেলে তৎত্যাগ্যবিত্তে প্রার্থী একপুত্র এবং মালেকা বেগম ও মমতাজ বেগম নামে দুই কন্যা ওয়ারিশ থাকে। মালেকা ও মমতাজ তাদের প্রাপ্ত ভূমি প্রার্থী বরাবরে বিক্রি করে নিঃস্বত্ববান হয় বটে। উক্ত প্রকারে প্রার্থী নালিশী জোত জমায় ওয়ারিশ সূত্রে এবং খরিদসূত্রে শরীক প্রজা হচ্ছে। ২নং প্রতিপক্ষ সরকারী চাকুরীজীবী। তার সম্পত্তি স্থানীয় আবদুর রব শেখ বাৎসরিক খাজনায় চাষাবাদ করে আসছে। উক্তভাবে আঃ রব শেখ ২নং প্রতিপক্ষের সাথে সখ্যতা সৃষ্টি করে প্রার্থীর অজ্ঞাতে অত্যন্ত গোপনে তার নাতি ০১ নং প্রতিপক্ষের নামে নালিশী ভূমি বিগত ০৭/০৪/২০০৮ ইং তারিখের ১৪৩৩ নং কবলামূলে খরিদ করে গোপন রাখে ১ নং প্রতিপক্ষ বিদেশে থাকে। আবদুর রব শেখ বিগত ০৫/০৩/২০১১ ইং তারিখে স্থানীয় নাসির বেপারী, আবদুল লতিফ মোল্লা, ইনছান বেপারী গং ব্যক্তিদের নিকট নালিশী ভূমি খরিদ করেছে বলে প্রকাশ করে। উক্ত ব্যক্তিগণ খরিদের কথা প্রার্থীকে জানানো হলে প্রার্থী তল্লাশী দিয়ে বিগত ২৭/০৩/২০১১ ইং তারিখ খরিদা কবলার জাবেদা নকল সংগ্রহ করে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। ১নং প্রতিপক্ষ নালিশী জোত জমায় কোন শরীক প্রজা নয়। প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীত মতে অগ্রক্রয় মঞ্জুর আদেশের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে, ১নং প্রতিপক্ষ একখানা লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক প্রাথাপক্ষের দরখাস্তের বক্তব্য অস্বীকার করে বলেন যে, নালিশী ভূমির রেকর্ডীয় মালিক মোহর আলী বেপারীর ত্যাগ্যবিত্তে ২নং বিক্রেতা প্রতিপক্ষ ওয়ারিশ থাকাবস্থায় আপোষ বন্টনে হারাহারিতে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় বিক্রয় করার প্রস্তাব করলে প্রার্থী এবং অন্যান্য শরীকদারগণ ও স্থানীয় সর্বসাধারণের জ্ঞাতসারে ১নং প্রতিপক্ষ নদী ভাঙ্গা লোক হওয়ায় মালয়েশিয়া শ্রমিকের চাকুরী করে টাকা পয়সা যোগাড়করতঃ নালিশী ভূমি খরিদ করেন এবং ১,৫০,০০০/- টাকার মাটি ভরাট করে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখলকার

থাকেন। অত্র প্রতিপক্ষের নালিশী জমি ব্যতীত অন্য কোন জমি জমা নাই। অত্র প্রার্থী নালিশী জমায় তার সাকুল্য অন্যত্র বিক্রি করে দিয়েছে। নালিশী জমি খরিদ করার পরও অত্র জমায় আরো ভূমি বেচা বিক্রি হয়েছে। কিন্তু প্রার্থী অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমা রুজু করেন নাই। বর্তমানে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলতে থাকায় নালিশী ভূমি তার পাশে হওয়ায় মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রার্থী নালিশী ভূমি কম টাকায় আত্মসাৎ করার জন্য বিক্রয়ের বহুদিন পর অত্র অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমা রুজু করেছেন। অত্র মোকদ্দমা সম্পূর্ণ অচল এবং তামাদিতে বারিত। তাই অত্র প্রতিপক্ষ অত্র মোকদ্দমা খরচাসহ নামঞ্জুরের প্রার্থনা করেন।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞ বিচারক নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেনঃ

- (১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা ?
- (২) অত্র মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত কিনা?
- (৩) প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে অগ্রক্রয়ের আদেশ পেতে পারে কিনা?

অতঃপর, উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরত: বিচারিক আদালত অগ্রক্রয়ের মামলাটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে খারিজ করেন। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিজ্ঞ জেলা জজ, মাদারীপুর সমীপে মিস আপীল নং ০৮/২০১৭ দায়ের করেন। অতঃপর, শুনানীঅন্তে বিজ্ঞ জেলা জজ আপীলটি মঞ্জুরকরত: বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশ রদ ও রহিত করেন। আপীল আদালতের উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রার্থীর দেওয়ানী কার্যবিধি ১১৫(১) ধারার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত রুল জারী করা হয়।

প্রার্থীপক্ষের কেউই উপস্থিত হয়নি।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ গোলাম আহমেদ নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ না করে অগ্রক্রয়ের মামলাটি খারিজ করেছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, অগ্রক্রয়ের মামলাটি তামাদিতে বারিত না হওয়া সত্ত্বেও বিচারিক আদালত তামাদিতে বারিত মর্মে অগ্রক্রয় মামলাটি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে খারিজ করেন।

তিনি আরো নিবেদন করেন যে, আপীল আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ এবং উক্ত মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণকরত: আপীলটি মঞ্জুর করেন এবং বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশ বাতিল করেন, যাতে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ নাই। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, The judgment of the Appellate Court is a proper judgment of reversal, therefore, the same does not warrant for any interference।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে; প্রিয়েমটর উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের কথা জানার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রক্রয়ের মামলাটি দায়ের করেছেন কিনা?

এই প্রসঙ্গে আপীল আদালত উল্লেখ করেন যে, প্রিয়েমটর ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ০২ (দুই) মাসের মধ্যে উক্ত মামলাটি দায়ের করেছেন। নথি পর্যবেক্ষণে এটি দিনের আলোর মত প্রতিভাত হয় যে, তর্কিত দলিল (প্রদর্শনী-১) থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিস্ট্রেশন আইনের ৬০ ধারা অনুযায়ী দলিলটি বালামভুক্ত হয় ০৭/০৪/২০১১ ইং তারিখে এবং অগ্রক্রয়ের মামলাটি দায়ের করা হয় ০৬/০৪/২০১১ ইং তারিখে অর্থাৎ আইনে বর্ণিত সর্বোচ্চ সময়ের মধ্যে প্রার্থী অগ্রক্রয়ের মামলাটি দায়ের করেন। ফলে অগ্রক্রয় মামলাটি তামাদিতে বারিত নয়। আপীল আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরত: এই মর্মে ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, The pre-emptor filed the pre-emption case within the statutory period of limitation।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্রাদালত মনে করে যে, আপীল আদালত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশ রদ ও রহিত করেছেন বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে রুলটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি বিনা খরচায় discharge করা হলো। অত্রাদালত কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত স্থগিতাদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতের নথি অত্র রায়ের কপিসহ জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন